এলজিইডি’র

তথ্যকণিকা

জুলাই ২০২৬

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

বৈষম্যহীন ও
টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন
এলজিইডি'র অভিলক্ষ্য

"আগামী পাঁচ বছরে সারাদেশে
পঁচিশ কোটি বৃক্ষরোপণ করা হবে"

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

পটভূমি

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) গত শতাব্দির ৬০-এর দশকে পল্লিপূর্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে এ কার্যক্রম পল্লি, নগর ও পানিসম্পদ সেক্টরে বিস্তৃত হয়। এলজিইডি প্রতিষ্ঠার পেছনে কাজ করেছে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)-এর অভিজ্ঞতা। গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সেচ সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বার্ড গত শতাব্দির ৬০-এর দশকে একটি মডেল উদ্ভাবন করে যা 'কুমিল্লা মডেল' নামে পরিচিত।

৬০-এর দশকে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের আওতায় এ মডেলে প্রস্তাবিত চারটি কর্মসূচির অন্যতম পল্লীপূর্ত কর্মসূচি (আরডব্লিউপি) বাস্তবায়ন শুরু হয়। পরবর্তীতে এ কর্মসূচি স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের আওতায় 'পূর্ত কর্মসূচি সেল' এবং পরে 'পূর্ণ কর্মসূচি উইং' হিসেবে পুনর্গঠন করা হয়। এরপর ১৯৮৪ সালে রাজস্ব বাজেটের আওতায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো (এলজিইবি) পুনর্গঠন করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৯২ সালে এলজিইবিকে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) হিসেবে পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তরে উন্নীত করে।

এলজিইডি'র ক্রমবিকাশ

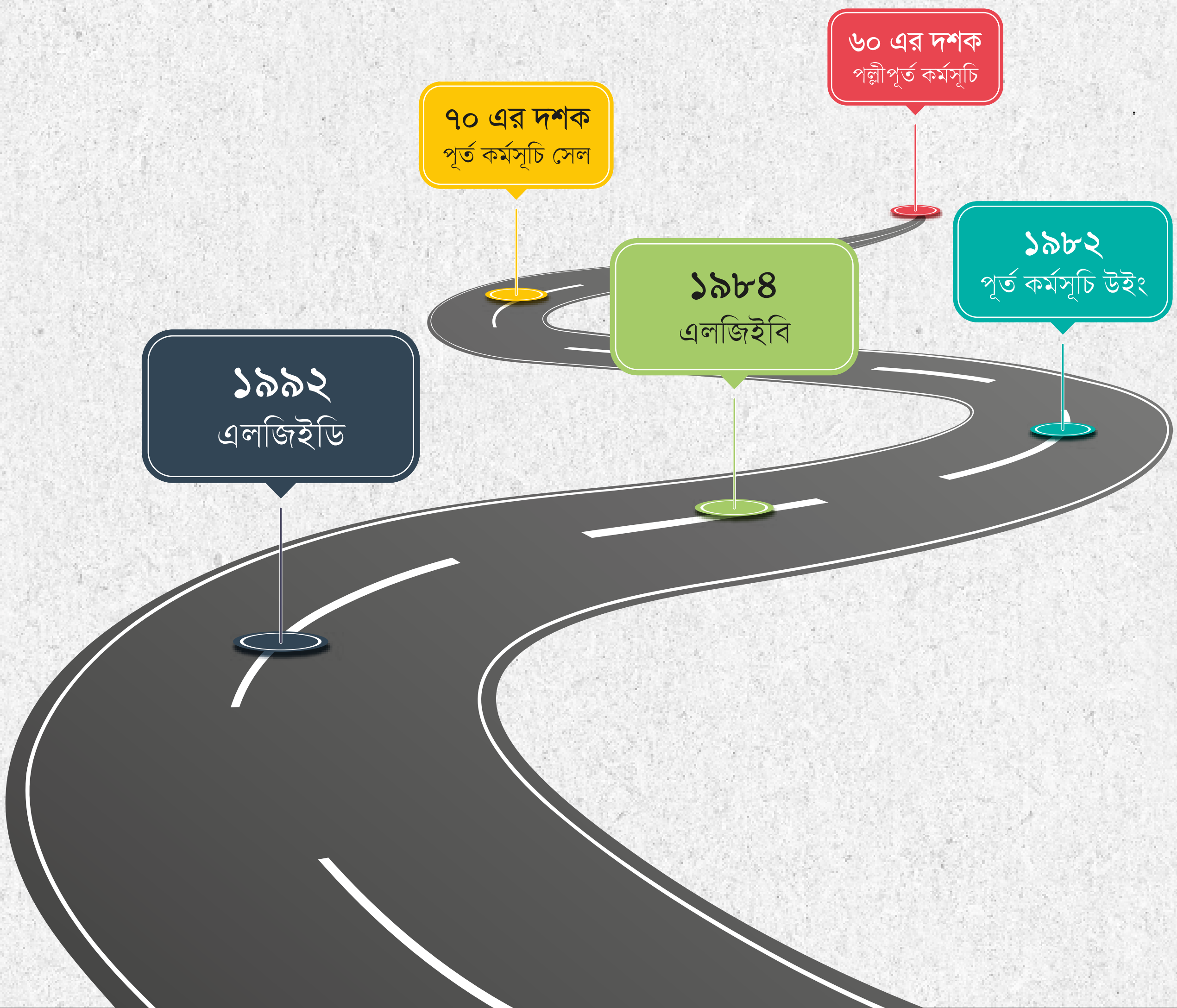

এলজিইডি'র ভিশন

কৃষি ও অকৃষি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে ইতিবাচক পরিবর্তনে প্রভাবক হিসেবে কাজ করা

এলজিইডি'র মিশন

এলজিইডি পেশাগতভাবে যোগ্য, দক্ষ এবং কার্যকর সরকারি সংস্থা হিসেবে নিম্নবর্ণিত আন্তঃসম্পর্কিত পরিপূরক কার্যক্রম বাস্তবায়নে অবদান রাখবে:

- পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষার বিষয়সমূহ যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে উন্নয়নের সকল পর্যায়ে স্থানীয় সরকার এবং স্থানীয় উপকারভোগীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে পরিবহন, বাজার এবং ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ বিষয়ক অবকাঠামোসমূহের উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা; এবং
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করতে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরি সহায়তা এবং স্থানীয় উপকারভোগী ও কমিউনিটিকে সহযোগিতা।

অধিক্ষেত্র

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থানীয় সরকার বিভাগের একটি প্রকৌশল অধিদপ্তর। এলজিইডি'র কাজের অধিক্ষেত্র দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অধিক্ষেত্রের আওতায় রয়েছে পল্লী, নগর এবং ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে কারিগরি সহায়তা প্রদান।

এলজিইডি'র গঠন কাঠামো

এলজিইডি'র গঠন কাঠামো পাঁচটি স্তরে বিভক্ত। এলজিইডি'র প্রধান কার্যালয় রাজধানী ঢাকার আগারগাঁও-এ অবস্থিত। প্রধান প্রকৌশলী অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী। এছাড়া দেশের ৮টি বিভাগে আট জন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর নেতৃত্বে রয়েছে বিভাগীয় কার্যালয়। এলজিইডি কাজের সুবিধার্থে দেশের ৬৪টি জেলাকে ২০টি অঞ্চলে ভাগ করেছে। আঞ্চলিক অফিসসমূহের প্রধান হলেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী। ৬৪ জেলায় নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় এবং ৫০০টি উপজেলায় উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয় রয়েছে।

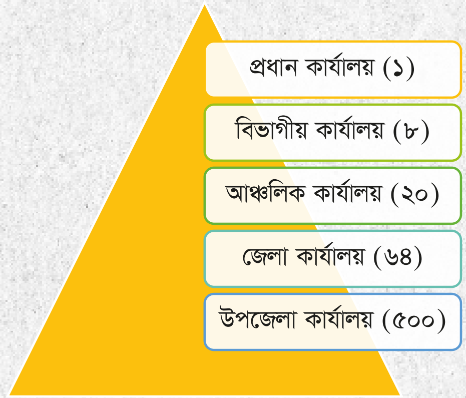

জনবল বিভাজন

এলজিইডি একটি বিকেন্দ্রীকৃত সংস্থা। সংস্থার শতকরা ৯৫ ভাগ জনবল মাঠপর্যায়ে কর্মরত। ২০২০ সালের ১৭ ডিসেম্বরে অনুমোদিত সর্বশেষ সাংগঠনিক কাঠামো অনুসারে এলজিইডির সর্বমোট জনবল হলো ১৩,৩৯৪। উল্লেখ্য, এলজিইডি'র মোট জনবলের শতকরা ৯৫ ভাগ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত।

শ্রেণি	পদসংখ্যা
প্রথম শ্রেণি	১,৬৭২
দ্বিতীয় শ্রেণি	২,২৮৯
তৃতীয় শ্রেণি	৭,৩৮৪
চতুর্থ শ্রেণি	২,০৪৯
মোট	**১৩,৩৯৪**

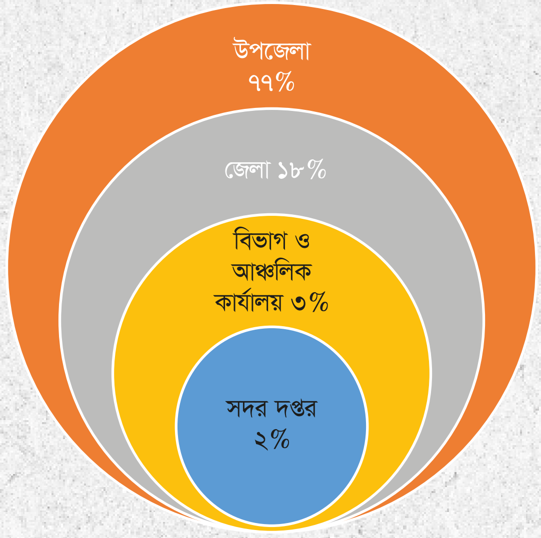

এলজিইডি'র ইউনিটসমূহ (সদর দপ্তর)

এলজিইডি'র কার্যক্রম মূলত পল্লি উন্নয়ন সেক্টর, নগর উন্নয়ন সেক্টর, পানিসম্পদ উন্নয়ন সেক্টরে বিভক্ত। তিন সেক্টরের কার্যক্রম সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়নে সহায়তার জন্য ১২টি ইউনিট রয়েছে।

প্রশাসন	পরিকল্পনা	মনিটরিং ও মূল্যায়ন (পিএমইউ)	মানব সম্পদ, পরিবেশ ও জেন্ডার
ডিজাইন	আইসিটি	সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও সড়ক নিরাপত্তা	প্রকিউরমেন্ট
নগর ব্যবস্থাপনা	সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা	মাননিয়ন্ত্রণ	অডিট

প্রতিটি ইউনিটে একজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। প্রতিটি ইউনিটে এক বা একাধিক শাখা রয়েছে। এসব শাখা তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়।

এলজিইডি'র প্রধান কার্যক্রম

এলজিইডি দেশব্যাপী পল্লি উন্নয়ন, নগর উন্নয়ন, পানিসম্পদ উন্নয়ন সেক্টরে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এছাড়াও সরকারের চাহিদা মতো বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা দিয়ে আসছে এলজিইডি। একই সঙ্গে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা উন্নয়নেও কাজ করছে।

পল্লি উন্নয়ন সেক্টর

সূচনালগ্ন থেকে এলজিইডি শক্তিশালী গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে কাজ করছে। এর মূল লক্ষ্য কৃষিপণ্য পরিবহন ও বাজারজাতকরণসহ সকল আর্থ-সামাজিক সূচকে গতিশীলতা বৃদ্ধি। এ সড়ক নেটওয়ার্ক হাটবাজার, গ্রোথসেন্টার, চিকিৎসাকেন্দ্র, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও সরকারি সেবাপ্রদানকারী সংস্থাসমূহের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করছে। পল্লি উন্নয়ন সেক্টরের আওতায় কালভার্ট ও ব্রিজ নির্মাণ করা হচ্ছে। এর ফলে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পণ্য ও যাত্রী পরিবহন সহজ করতে নদীপথে ঘাট ও জেটি নির্মাণ করা হচ্ছে। ব্যবসা-বাণিজ্যে গতিশীলতা আনতে হাটবাজার ও গ্রোথসেন্টার উন্নয়ন ও নির্মাণ করা হচ্ছে, যা কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের নায্যমূল্য পেতে সহায়তা করছে। দুযোর্গ মোকবেলায় উপকূলীয় এলাকায় নির্মাণ করা হচ্ছে দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র। একই সঙ্গে, জনগণের দোরগড়ায় সরকারি সেবা পৌঁছে দিতে নির্মাণ করা হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ এবং উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স। এলজিইডি নির্মিত বিস্তৃত সড়ক নেটওর্য়াক জনগণের সার্বিক জীবনমান উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

পল্লি উন্নয়ন সেক্টরের প্রধান কার্যক্রমগুলো হলো:

- গ্রামীণ সড়ক, সেতু ও কালভার্ট উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ
- গ্রোথসেন্টার ও হাটবাজার উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ
- উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ
- ঘুর্ণিঝড় ও বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ
- ঘাট ও জেটি নির্মাণ

৩১ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত পল্লি সড়ক উন্নয়ন অগ্রগতি

সড়কের ধরন	মোট দৈঘ্য (কি.মি.)	পাকা (কি.মি.)	কাঁচা (কি.মি.)	পাকা (%)	কাঁচা (%)
উপজেলা সড়ক	৩৬,৭৭২.৮২	৩,৪৪,৫২.৪৭	২,৩২০.৩৫	৯৩%	৭%
ইউনিয়ন সড়ক	৪২,১০২.৪১	৩,৪৩,৫০.০৬	৭,৭৫২.০৬	৮০%	২০%
গ্রাম সড়ক-এ	১,৮২,৩৫৫.৩৪	৫৬,৪২১.৪১	১,২৫,৯৩৩.৯৩	৩০%	৭০%
গ্রাম সড়ক -বি	১,৪৯,৯০৬.৪৫	৩৮,৫০৩.৪১	১,১১,৪০৩.০৪	২৬%	৭৪%
মোট সড়ক	**৪,১১,১৩৭.০৩**	**১,৬৩,৭২৭.৩৫**	**২,৪৭,৪০৬.৬৮**	**৩৯%**	**৬১%**

৩১ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত এলজিইডি উন্নয়ন কার্যক্রমের অর্জন

গ্রামীণ পাকা সড়ক
১,৬৩,৭২৭ কি. মি.

সেতু/কালভার্ট
১৬,৫৪,২৩৩ মিটার

গ্রোথসেন্টার
২,০৫৩টি

হাট-বাজার
১৫,৫৫৭টি

সাইক্লোন শেল্টার
১,৯৬৫টি

ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন
৪,৫৫৪টি

উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন
৪২৫টি

পল্লি উন্নয়ন সেক্টর

নগর উন্নয়ন সেক্টর

বাংলাদেশে নগরায়ণ দ্রুতগতিতে বাড়ছে, সঙ্গে বাড়ছে জনগণের মধ্যে শহরমুখী হওয়ার প্রবণতা। নগরে বা শহরে শতকরা প্রায় ৩৫-৪০ ভাগ মানুষ বাস করে। অচিরেই তা শতকরা ৫০ ভাগে উন্নীত হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এ অবস্থায় নগরবাসীকে উন্নত সেবা প্রদান সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভাসমূহের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পৌরসভার সক্ষমতা উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে এলজিইডি সহায়তা দিয়ে আসছে।

এ লক্ষ্যে এলজিইডি গত শতাব্দীর ৮০-র দশকের মাঝামাঝি থেকে কাজ করে আসছে। ১৯৮৫ সালে ৫টি পৌরসভা নিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে ইউনিসেফের সহায়তায় বস্তি উন্নয়ন প্রকল্প (এসআইপি) বাস্তবায়নের মাধ্যমে এলজিইডি নগর সেক্টরে কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে উন্নয়ন সহযোগী ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে নগর ও নগর অঞ্চল উন্নয়নে এলজিইডি বেশ কিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। নগর উন্নয়ন সেক্টরে এলজিইডি যেসব কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে সেগুলো হলো:

- সড়ক, ফুটপাত ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা
- বাস ও ট্রাক টার্মিনাল
- মিউনিসিপ্যাল মার্কেট
- গ্রিন স্পেস, পার্ক ও বিনোদনকেন্দ্র
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
- পৌরসভাসমূহের সুশাসন ও সক্ষমতা উন্নয়ন

নগর উন্নয়ন সেক্টর

পানিসম্পদ উন্নয়ন সেক্টর

এলজিইডি পল্লি উন্নয়ন প্রকল্প-৪-এর আওতায় ১৯৮০-এর দশকে ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ অবকাঠামো নির্মাণ শুরু করে। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৯৫-৯৬ সালে ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন (সেক্টর) প্রকল্প নামে একটি প্রকল্প হাতে নেয়। জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯-এর আলোকে এলজিইডি এক হাজার হেক্টর কমান্ড এলাকার সমন্বিত বন্যা ব্যবস্থাপনা, পানি নিষ্কাশন, পানি সংরক্ষণ ও সেচ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ সেক্টরে গৃহীত প্রকল্পসমূহের অন্যতম লক্ষ্য ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বৃদ্ধি, দারিদ্র্য হ্রাস ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

এলজিইডি পানিসম্পদ সেক্টরের আওতায় প্রকল্পের উপ-প্রকল্পে চার ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে সেগুলো হেলো- বন্যা ব্যবস্থাপনা, পানি নিষ্কাশন, পানি সংরক্ষণ এবং কমান্ড এলাকা উন্নয়ন। উল্লেখ্য, উপ-প্রকল্পগুলো সমাপ্ত হওয়ায় পর তা স্থানীয়ভাবে গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস)-এর কাছে হস্তান্তর করা হয়। পরবর্তীতে পাবসস মূলত উপ-প্রকল্পসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে কার্যকর রাখতে ভূমিকা পালন করে। দেশব্যাপী গঠিত পাবসস-এর সংখ্যা ১,১৮৭। পানিসম্পদ সেক্টরের আওতায় উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হলো :

- বাঁধ, স্লুইসগেট, রেগুলেটর ও রবার ড্যাম নির্মাণ
- পুকুর ও খাল খনন/পুনর্খনন
- পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি গঠন ও পরিচালনায় সহায়তা প্রদান

৩১ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ সেক্টরের অর্জন

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উপ-প্রকল্প

৮,০৭,৫৩১ হেক্টর

খাল খনন/পুনর্খনন

৭,১৫৫ কি.মি.

পানিসম্পদ উন্নয়ন সেক্টর

এলজিইডি'র অন্যান্য কার্যক্রম

এলজিইডি অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের অবকাঠামো নির্মাণ সম্পর্কিত কার্যক্রম

- চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি (পিইডিপি-০৪)
- চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন
- ঢাকা মহানগরী ও পূর্বাঞ্চল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও অবকাঠামো উন্নয়নসহ দৃষ্টিনন্দন প্রকল্প

এছাড়া, এলজিইডি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে কারিগরি সহায়তা দিয়ে আসছে।

এলজিইডি'র অন্যান্য কার্যক্রম

এলজিইডি'র কার্যক্রমের বিশেষ দিক

- **কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন:** এলজিইডিতে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন সদর দপ্তর, বিভাগীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এসব প্রশিক্ষণ সংস্থার পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।
- **নির্মাণ দক্ষতা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র:** নির্মাণ কাজের গুণগত মান নিশ্চিত করতে দক্ষ শ্রমিকের বিকল্প নেই। এলজিইডি অবকাঠামো নির্মাণে দক্ষ শ্রমিক তৈরি লক্ষ্যে গাজীপুরে স্থাপন করেছে নির্মাণ দক্ষতা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এ কেন্দ্রে বিভিন্ন ট্রেডে যেসব শ্রমিক নির্মাণ কাজে সম্পৃক্ত হতে চান তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এ সুযোগ কেবল দেশে নয় দেশের বাইরেও শ্রমিক কাজের সুযোগ সৃষ্টি করছে। জুন ২০২৬ পর্যন্ত ম্যাশন (রাজমিস্ত্রি) প্রশিক্ষণ ট্রেডে ১৭২ জন, টাইলস ও মার্বেল ফিটিং ট্রেডে ২০, রড বাইন্ডিং ও শাটারিং ট্রেডে ৪৫ জন এবং সড়ক নির্মাণে ১,০৬২ জন শ্রমিককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ম্যাশন, টাইলস ও মার্বেল ফিটিং এবং রড বাইন্ডিং ও শাটারিং ট্রেডে প্রশিক্ষণ শেষে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) প্রশিক্ষণার্থীদের শিখন মূল্যায়ন সাপেক্ষে সনদ প্রদান করে থাকে। সড়ক নির্মাণ ট্রেডে প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন শেষে এলজিইডি কর্তৃক সনদ প্রদান করা হয়।
- **নির্মাণ সামগ্রীর গুণগত মান পরীক্ষায় ল্যাবরেটরি স্থাপন:** অবকাঠামো উন্নয়ন কাজের গুণগত মান সুরক্ষার জন্য নির্মাণ সামগ্রীর গুণগত মান পরীক্ষার জন্য সদর দপ্তর, ৬৪ জেলা, ৪৬ উপজেলা পূর্ণাঙ্গ ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া ২৩০ উপজেলায় ল্যাবরেটরি স্থাপনের জন্য উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে।
- **ক্লাইমেন্ট রেজিলিয়েন্ট লোকাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেন্টার প্রতিষ্ঠা:** জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণে এলজিইডিতে স্থাপন করা হয়েছে ক্লাইমেন্ট রেজিলিয়েন্ট লোকাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেন্টার (ক্রিলিক)। এ সেন্টার থেকে জলবায়ু সম্পর্কিত গবেষণা, কারিগরি সহায়তা ও পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।
- **এলজিইডি জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম:** এলজিইডি'র সার্বিক কার্যক্রমে জেন্ডার ইস্যুকে গুরুত্বের সঙ্গে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে এলজিইডিতে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এলজিইডি জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম।
- **ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন:** এলজিইডিতে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ তাদের শিশুসন্তানদের ডে-কেয়ার সেন্টারে রেখে নির্বিঘ্নে অফিসে নিজ দায়িত্ব পালন করতে পারে। এলজিইডি'র ডে-কেয়ার সেন্টারে বর্তমানে ২৩ জন শিশু পরিচর্যা নিচ্ছে।

এলজিইডিতে চলমান প্রকল্পসমূহ

ক্রম	সেক্টরের নাম	প্রকল্প
১.	পল্লি উন্নয়ন সেক্টর	৯৪
২.	নগর উন্নয়ন সেক্টর	৩২
৩.	ক্ষুদ্রাকার পানি উন্নয়ন সেক্টর	৪
মোট		**১৩০**

এলজিইডি'র কার্যক্রমের বিশেষ দিক

নির্বাচনী ইশতেহার ২০২৬ বাস্তবায়নঃ এলজিইডি'র পরিকল্পনা

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)'র নির্বাচনী ইশতেহার ২০২৬-এর অঙ্গীকার বাস্তবায়নে গৃহীত পরিকল্পনা বিএনপি'র নির্বাচনী অঙ্গীকার ২০২৬-এ টেকসই, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও গ্রামীণ অর্থনীতির পুনর্জাগরণে সহায়ক অবকাঠামো উন্নয়নের যে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়েছে তা এলজিইডি'র মূল সক্ষমতা ও ম্যান্ডেটের সঙ্গে সরাসরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ ইশতেহার বাস্তবায়নে এলজিইডি'র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এলজিইডি ইশতেহারের আলোকে আঞ্চলিক ভারসাম্য উন্নয়ন, সড়ক নির্মাণ, খাল উন্নয়ন, বিজ্ঞানভিত্তিক বৃক্ষরোপণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দুর্যোগ ও নিরাপত্তা, গৃহায়ণ ও পরিবেশ সংশ্লিষ্ট স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকারের আলোকে এলজিইডি'র বৃক্ষরোপণ পরিকল্পনা

ডিপিপিতে বৃক্ষরোপণের সংস্থান	ইতিমধ্যে বাস্তবায়িত (১৮/০২/২০২৬ পর্যন্ত)	অবশিষ্ট পরিমাণ	কর্মপরিকল্পনা		
			স্বল্পমেয়াদী (০-৬ মাস)	মধ্যমেয়াদী (০৬ মাস-০২ বছর)	দীর্ঘমেয়াদী (০২-০৫ বছর)
১৩,২২,৯৬৮	৩,১২,১৬৫	১০,০১,৮০৩	৩,১৯,৫৯৫	৬,৯১,২০৮	-

নির্বাচনী অঙ্গীকারের আলোকে এলজিইডি'র খাল খনন পরিকল্পনা

ক্রম	প্রকল্পের নাম	খননযোগ্য খালের দৈর্ঘ্য (কি.মি.)		
		১৮/০২/২০২৬-৩০/০৬/২০২৬	০১/০৭/২০২৬-৩০/০৬/২০৩০	১৮/০২/২০২৬-৩০/০৬/২০৩০
১.	জলবায়ু ও দুর্যোগ সহনশীল ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (সিডিআএসএসডব্লিউআর এমপি)	২৯৫	২,৭১৮	৩,০১৩
২.	ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প-দ্বিতীয় পর্যায় (জাইকা) (এসএসডব্লিউআরডিপি-০২)	৩০	১১০	১৪০
৩.	সারা দেশে পুকুর ও খাল উন্নয়ন প্রকল্প (আইপিসিপি)	৯২	৪৮০	৫৭২
	মোট	**৪১৭**	**৩,৩০৮**	**৩,৭২৫**

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ১৮০ দিনের কর্মসূচি বাস্তবায়নে এলজিইডি'র পরিকল্পনা

ক্রম	ইশতেহারে বর্ণিত প্রতিশ্রুতি	এলজিইডি'র বাস্তবায়ন কৌশল	ফলাফল নির্দেশক
১.	দারিদ্র্য-পীড়িত ও পশ্চাৎপদ অঞ্চলে টেকসই কর্মসংস্থান	চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগের মাধ্যমে অফ- পেভমেন্ট সড়ক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, খাল খনন, বাঁধ নির্মাণ	সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ: ২০ কি. মি. সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে ৮,০০০ এলসিএস কর্মী ও ৫০০ সুপারভাইজ নিয়োগ; খাল খনন: ৪১৭ কি. মি. খাল খননে ৬,২৫০ জন এলসিএস কর্মী নিয়োগ বাঁধ নির্মাণ: ১১৮ কি.মি. দৈর্ঘ বাঁধ নির্মাণে ২,৩৬০ এলসিএস কর্মী নিয়োগ
২.	নারীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশ	ওমেনস মার্কেট সেকশন স্থাপন	সংখ্যা: ২০টি
৩.	বিজ্ঞানভিত্তিক বৃক্ষরোপণ	চলমান প্রকল্পের আওতায় সড়কের দুপাশে বৃক্ষরোপণ	৩,১৯,০০০টি
৪.	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ	বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য পিপিপি মডেলে কনসেপ্ট নোট প্রস্তুত	২টি কনসেপ্ট নোটস
৫.	পানি সংরক্ষণ	সাইক্লোন শেল্টারসমূহে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ	৭টি
৬.	বন্যা সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ	• আশ্রয়কেন্দ্র ও সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ; • বাঁধ নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ	আশ্রয়কেন্দ্র: ৭টি বাঁধ: ১০ কি. মি.
৭.	গ্রামাঞ্চলে সড়ক উন্নয়ন	সড়ক পাকাকরণ	৩,০০০ কি. মি.
৮.	অঞ্চলভিত্তিক সুষম উন্নয়ন	১. উত্তরাঞ্চল ও হাওর অঞ্চল উন্নয়ন ২. উপকূলীয় অঞ্চল উন্নয়ন	১.উত্তরাঞ্চল ও হাওর অঞ্চল উন্নয়ন সড়ক নির্মাণ ৫২ কি. মি., কালভার্ট-১৯০ মিটার, মার্কেট-১৮টি, বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র-০৬টি, আয়-উদ্ভাবনী কার্যক্রম-৮৩৫ জন, কারিগরি প্রশিক্ষণ-১,৮৪০, বন্যা সর্তকতা ব্যবস্থার উপকারভোগী-৮৪,৬৫৬ ২.উপকূলীয় অঞ্চল উন্নয়ন সড়ক উন্নয়ন ৫০ কি. মি., কালভার্ট-৪৭.৫০ মিটার, ড্রেন ও ফুটপাত-৪.৫০ কি.মি., স্কুল কাম সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ-০৬টি

গ্রামীণ সড়ক
জীবিকা, কর্মসংস্থান, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি এবং পরিবেশ সুরক্ষার মেলবন্ধন

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)
আগারগাঁও, শেরে-ই-বাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭

www.lged.gov.bd